দু'টি সন্তানের বেশি নয় একটি হলে ভাল হয়
পরিকল্পিত পরিবার
আধুনিক পরিবার

পরিক্রমা

পরিবার পরিকল্পনা মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক মুখপত্র

আষাঢ়-ভাদ্র ● ১৪২২
জুলাই-সেপ্টেম্বর ● ২০১৫

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২২ আগস্ট রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'শ্রেষ্ঠ কমিউনিটি ক্লিনিক-২০১৪' পুরস্কার বিতরণ করেন

কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য ট্রাস্ট ফান্ড হবে : প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সরকার শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট তহবিলের মতো কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর জন্য একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে। সরকার পরিবর্তন হলেও কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো যাতে বন্ধ হয়ে না যায়, সে জন্য এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২২ আগস্ট ২০১৫ সকালে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'শ্রেষ্ঠ কমিউনিটি ক্লিনিক-২০১৪' পুরস্কার প্রদান এবং 'ই লার্নিং কার্যক্রম' উদ্বোধন অনুষ্ঠানে দেয়া ভাষণে এ কথা বলেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, তাঁর সরকার শিক্ষা খাতে সহায়তা দিতে এবং স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত বৃত্তি দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করছে। কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো যাতে ভালোভাবে চলতে পারে এবং জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে পারে, এজন্য একইভাবে একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হবে।

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম এমপি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক এমপি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক সাবেক উপদেষ্টা জনাব সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আবাসিক প্রতিনিধি এন পরানিথরান সম্মানিত অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে যোগ দেন। রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভস ইন বাংলাদেশের প্রকল্প পরিচালক মাকদুমা নার্গিস স্বাগত বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাতটি বিভাগের নির্বাচিত সেরা কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

স্বাস্থ্য খাতে ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের পরিকল্পনা সম্পর্কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য একটি ব্যাংক হিসাব থাকবে যা স্থানীয় লোকজন পরিচালনা করবে। সম্পদশালী ব্যক্তি, বিভিন্ন সংস্থা এবং ক্লিনিক থেকে যারা সেবা গ্রহণ করবেন তাঁদের অনুদান গ্রহণ করা হবে।

বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময়কালে কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন,এখন থেকে স্থানীয় লোকজন কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো দেখভাল ও পরিচালনা করবে। এভাবে ক্লিনিকগুলো স্থায়ী ভিত্তি পাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে।

কেউ যেন কমিউনিটি ক্লিনিকের ওষুধ বাইরে বিক্রি করতে না পারে, সেজন্য সতর্ক থাকতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। ক্লিনিকে সহজলভ্য ওষুধের তালিকা টাঙিয়ে রাখার নির্দেশ দেন তিনি। কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে বিনা মূল্যে ৩০ ধরনের জরুরি ওষুধ সরবরাহ করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরো জানান, মেডিক্যাল শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার পথ সুগম করার জন্য সরকার প্রতিটি বিভাগীয় সদরে একটি করে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবে।

কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের জন্য ই-লার্নিং প্রোগ্রাম সম্পর্কে তিনি বলেন, এই কর্মসূচি কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।

বঙ্গবন্ধুর ৪০তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিমসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

বঙ্গবন্ধুর ৪০তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা

'হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখিয়ে ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধ করে আমরা নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছি। বঙ্গবন্ধু পায়ে হেঁটে গ্রামে গ্রামে ঘুরে সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং গ্রামের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। গত ১৫ আগস্ট সকাল ১০টায় জাতির জনকের ৪০তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিটের সম্মেলন কক্ষে

আয়োজিত আলোচনা সভায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মাননীয় মন্ত্রী আরো বলেন, জাতির জনকের কোনো সমালোচনা করা যায় না। অথচ জাতির জনককে আমরা নির্মমভাবে হত্যা করেছি। তবুও বাঙালির হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু আছেন, বঙ্গবন্ধু থাকবেন। দলমত নির্বিশেষে সবাই বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা করবে। এখন আমাদের মাঝে বঙ্গবন্ধু না থাকলেও তাঁর আদর্শ আছে। এই আদর্শ নিয়েই আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এই এগিয়ে যাওয়ার পেছনে যাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি, তিনি হলেন জাতির জনকের যোগ্য উত্তরসূরি জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। তাই আসুন আমরা সবাই মিলে বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া এ দেশটাকে আরো সামনের দিকে নিয়ে যাই। তাহলে বঙ্গবন্ধুর আত্মা শান্তি পাবে। তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, বঙ্গবন্ধু স্বল্প সময় দেশ পরিচালনায় ছিলেন। এ সময় তিনি স্বাস্থ্য খাতকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছেন, ডাক্তারদের মানমর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন অনেক বড় মাপের মানুষ। তাঁর স্বপ্ন ছিল সবার জন্য স্বাস্থ্য। তাঁর এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী চালু করেছেন কমিউনিটি ক্লিনিক। এর মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়েছে।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি

সভাপতির বক্তব্যে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার বলেন, আগস্ট মাস দুঃখের মাস, শোকের মাস, কষ্টের মাস। এই দিনে বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারের অন্যান্য লোকজন শহীদ হন। বঙ্গবন্ধু না হলে বাংলাদেশ হতো না। আমরা যারা সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি করছি সেটা সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার কারণে, বঙ্গবন্ধুর কারণে। তাই বঙ্গবন্ধুর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সকল ইউনিটের পরিচালক, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

চট্টগ্রামে পরিবার পরিকল্পনা ভবন উদ্বোধন করলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী

চট্টগ্রাম নগরীর আগ্রাবাদে গত ৩ অক্টোবর পরিবার পরিকল্পনা ভবন উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম এমপি। মন্ত্রী মহোদয় সকলের সহযোগিতা নিয়ে ২০১৯ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে সুখী সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার প্রত্যয় ব্যক্ত

চট্টগ্রাম নগরীর আগ্রাবাদে পরিবার পরিকল্পনা ভবন উদ্বোধনের পর মোনাজাতরত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম এমপির সাথে অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

করেন। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় জনাব মোহাম্মদ নাসিম এমপি আরো বলেন, এতদিন দেশের কোথাও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের নিজস্ব কোনো ভবন ছিল না। এই প্রথম চট্টগ্রামে পরিবার পরিকল্পনার নিজস্ব ভবন হলো। এর মধ্য দিয়ে বড় একটা অগ্রগতি অর্জিত হলো। এ উদ্যোগ ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে।

এখন থেকে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনার কাজ আরো সুন্দরভাবে পরিচালিত হবে। পরিবার পরিকল্পনা কর্মীরা মাঠ পর্যায়ে ঘরে ঘরে গিয়ে কাজ করেন, মানুষকে পরিকল্পিত ও ছোট পরিবার গঠন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার জন্য, পরিবার ছোট রাখার জন্য কর্মীদের মাঠে ময়দানে আরো বেশি করে কাজ করতে হবে। তাহলেই পরিবার পরিকল্পনায় সার্থকতা আসবে।

পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর দিকনির্দেশনার কথা উল্লেখ করে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু একদিন বলেছিলেন, "ছোট পরিবার করতে হবে, সুখী পরিবার করতে হবে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।" অর্থাৎ ১৬ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত সীমিত সম্পদ ও ক্ষুদ্র আয়তনের এ দেশটির উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণর কোনো বিকল্প নেই। এটাই ছিল বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা। তারই পথ ধরে পরিবার পরিকল্পনা এগিয়ে যাচ্ছে।

তিনি আরো বলেন বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা বিশ্বে পুরস্কৃত হয়েছি শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যু হার কমানোর জন্য।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব আ জ ম নাছির উদ্দিন, সংসদ সদস্য এমএ লতিফ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র জনাব এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার ও চট্টগ্রাম পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

বাংলাদেশ বেতার আয়োজিত পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

ঢাকার শেরেবাংলা নগরে জাতীয় বেতার ভবন অডিটরিয়ামে গত ৩ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ বেতারের জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল আয়োজিত কুইজ বিজয়ী শ্রোতাদের মধ্যে এক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার। বিশেষ বক্তা ছিলেন খ্যাতনামা নাট্যব্যক্তিত্ব অধ্যাপক মমতাজ উদ্দীন আহমদ। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক জনাব কাজী আখতার

উদ্দিন আহমেদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ বেতারের জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেলের পরিচালক জনাব আমানুল্লাহ মাসুদ হাসান। অত্যন্ত আনন্দঘন অনুষ্ঠানটি তিনটি পর্বে বিভক্ত ছিল। প্রথম পর্বে ছিল আমন্ত্রিত অতিথি ও দর্শক-শ্রোতাদের উপস্থিতিতে আলোচনা সভা, দ্বিতীয় পর্বে কুইজ বিজয়ী শ্রোতাদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেয়া এবং সর্বশেষ জনাব আতাউর রহমান মিন্টুর নেতৃত্বে রাজশাহীর জনপ্রিয় গম্ভীরা দলের পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ ও বিমোহিত করে।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার বলেন, দুই সন্তানের অধিক নয়, একটি হলে ভালো হয়। এর আগে ছিল ছোট পরিবার, সুখী পরিবার। পরিকল্পিত পরিবার, আলোকিত পরিবার– এ কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "আমরা চাই গড়িবার, আলোকিত পরিবার, একাত্তরের চেতনায় সমৃদ্ধ পরিবার।"

বিশেষ বক্তা জনাব অধ্যাপক মমতাজ উদ্দীন আহমদ বলেন, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর বলেছিলেন, তোমরা পরিবার পরিকল্পনা করো, তা না হলে মানুষ মানুষকে কামড়ে খাবে। সর্বাধিক জনঘনত্বের ছোট্ট দেশের বাসিন্দা হিসেবে ছেলেমেয়েদের জানতে হবে পরিবার পরিকল্পনার উপকার কী? এ ব্যাপারে তিনি বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান প্রচারের অসাধারণ ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

কুইজ বিজয়ী শোতাদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

সভাপতির বক্তব্যে জনাব কাজী আখতার উদ্দিন আহমেদ বলেন, আজকে পরিবারকে ছোট রাখা, নারীর স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, শিশু ও নারীর পুষ্টি এসব অত্যন্ত জরুরি বিষয়। আমাদের সন্তানদের স্বাস্থ্যবান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তাহলে আমাদের জাতি সমৃদ্ধ হবে।

বাংলাদেশ বেতার, ঢাকার জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেলের পরিচালক জনাব আমানুল্লাহ মাসুদ হাসান তার স্বাগত বক্তব্যে বলেন, বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালেই বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে দ্বিতীয় সমস্যা চিহ্নিত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যের গুরুত্ব অনুধাবন করে মানুষের মাঝে পরিকল্পিত পরিবার গঠনের মানসিকতা সৃষ্টি এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে বাংলাদেশ বেতার যুগান্তকারী কার্যক্রম গ্রহণ করে। সময়ের দাবির নিরিখে কার্যক্রমটিকে অধিকতর গতিশীল ও ঢেলে সাজানোর উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

এমআইএস ইউনিটের উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের এমআইএস ইউনিট কর্তৃক Geographical Information System (GIS)-এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে মা-শিশু ও পরিবার পরিকল্পনার ক্লিনিক্যাল ও নন-ক্লিনিক্যাল সেবা কার্যক্রমে নিয়োজিত সেবার গুণগত মান ও পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং তাৎক্ষণিকভাবে কর্মীদের সরাসরি মনিটরিং করার জন্য

এমআইএস ইউনিটের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় অতিথিবৃন্দ

Geographical Information System (GIS)-এর উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা সম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন।

প্রাথমিকভাবে কুমিল্লা জেলাধীন ৬টি উপজেলার ৬২ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা এবং ২৫৮ জন পরিবার কল্যাণ সহকারীসহ মোট ৩২০ জন কর্মীকে Geographical Information System (GIS)-Software-এর উপর দুই দিনব্যাপী হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর প্রত্যেক কর্মীকে ইন্টারনেট সংযোগসহ ১টি করে Tablet PC (TAB) দেয়া হয়েছে। এছাড়া এমআইএস ইউনিটের ১০ জন কর্মকর্তাকেও এ বিষয়ে TOT দেয়া হয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় গত ৩১ আগস্ট ২০১৫ খ্রি: তারিখে সিএসবিএ ও পরিবার কল্যাণ সহকারীদের প্রথম ডোজ থেকে এবং সিএইচসিপিদের ২য় ডোজ থেকে গর্ভনিরোধক ইনজেকশন প্রদান বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মশালার উদ্বোধন করেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার। বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ফিল্ড সার্ভিস ডেলিভারি ইউনিটের পরিচালক জনাব প্রণব কুমার নিয়োগী, সিভিল সার্জন ডাঃ হাসিনা আকতার এবং এনজেন্ডার হেলথের ডাঃ ফিদা হাসান ও খন্দকার জাফর আহমদ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব অরবিন্দ দত্ত, উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), ব্রাহ্মণবাড়িয়া। গর্ভনিরোধক ইনজেকশনের গ্রহীতা বৃদ্ধি, ড্রপ আউট হ্রাস এবং গুণগত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এনজেন্ডার হেলথের সহায়তায় ফিল্ড সার্ভিস ডেলিভারি ইউনিট উক্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

টাঙ্গাইলে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার

টাঙ্গাইলে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলায় গত ২০ জুলাই পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং স্থানীয় সুধীজনের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন **পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন** নাগরপুর উপজেলা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলার পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপপরিচালক জনাব মো: লুৎফুল কিবরিয়া। মতবিনিময় সভায় নাগরপুর উপজেলার বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় উদ্বোধন

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার গত ২০ জুলাই ২০১৫ তারিখে টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনকালে উপপরিচালক টাঙ্গাইল জনাব মো: লুৎফুল কিবরিয়া, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মেডিকেল অফিসার এবং দেলদুয়ার উপজেলার পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধন শেষে মহাপরিচালক মহোদয় সকলের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার গত ২০ জুলাই ২০১৫ তারিখে টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার এলাসিন ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র আকস্মিক পরিদর্শন করেন। তিনি ২৪/৭ ঘণ্টা ডেলিভারি কার্যক্রম যাচাই করে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

মহাপরিচালক মহোদয়ের রাজশাহী জেলার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শনের একাংশ

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রিঃ তারিখ বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলাধীন ২৪/৭ ঘণ্টা প্রসবসেবা প্রদানকারী বেলপুকুরিয়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। সাথে অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

রাজশাহীতে গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রিঃ তারিখ বেলা ২টায় ঘটিকায় পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের হল রুমে অনুষ্ঠিত সিসিএসডিপি ইউনিটের উদ্যোগে স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদী পদ্ধতির উপর কর্মশালায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদারের সাথে অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

আইইএম ইউনিটের কনফারেন্স রুমে বিসিসি ওয়ার্কিং গ্রুপের সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

জনাব প্রণব কুমার নিয়োগীর পরিচালক (অর্থ) ও লাইন ডাইরেক্টর (এফএসডি) হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ

প্রণব কুমার নিয়োগী

জনাব প্রণব কুমার নিয়োগী গত ২০ আগস্ট ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অর্থ ইউনিটের পরিচালক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।

তিনি বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ১৯৮৫ ব্যাচের একজন কর্মকর্তা এবং বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন যুগ্ম সচিব। অর্থ ইউনিটে যোগদানের পূর্বে তিনি মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে পরিচালক (অপারেশন ও গোয়েন্দা) হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

কুষ্টিয়া জেলায় সহকারী কমিশনার এবং ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ১৯৮৮ সালে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। এরপর নেত্রকোনা জেলার মদন উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং পরবর্তীতে নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও ভূমি সংস্কার বোর্ডে দায়িত্ব পালন করেন। উপসচিব হিসেবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং যুগ্ম সচিব হিসেবে স্থানীয় সরকার বিভাগের 'রিওপা' প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এবং মূল্যায়ন ও মনিটরিং অধিশাখায় অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

কর্মসূত্রে তিনি বিভিন্ন সময় ভারত, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

তিনি ১৯৫৯ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন মাড়োয়ারী পট্টি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম গঙ্গাধর নিয়োগী ও মায়ের নাম ইভা নিয়োগী।

তিনি ১৯৮২ সালে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত এবং দুই সন্তানের জনক।

জনাব শেখ মোঃ শামীম ইকবালের পরিচালক (পরিকল্পনা) হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ

শেখ মোঃ শামীম ইকবাল

জনাব শেখ মোঃ শামীম ইকবাল গত ২০ আগস্ট ২০১৫ তারিখে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ইউনিটের পরিচালক হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।

তিনি বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ১৯৮৫ ব্যাচের একজন কর্মকর্তা এবং বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন যুগ্ম সচিব। পরিকল্পনা ইউনিটে যোগদানের আগে তিনি রাজউকে সদস্য হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ সালে সহকারী সচিব হিসেবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ভূতপূর্ব বিসিএস (সচিবালয়) ক্যাডারের সদস্য হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। এরপর কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার; সিনিয়র সহকারী সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়; উপসচিব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; সড়ক বিভাগ এবং যুগ্ম সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

কর্মসূত্রে তিনি বিভিন্ন সময় ভারত, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, চীন, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

তিনি ১৯৬১ সালে সিলেট জেলার সদর উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম আব্দুল মান্নাফ ও মাতার নাম সৈয়দা রহিমা খাতুন।

তিনি ১৯৮৪ সালে আইন বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত এবং দুই সন্তানের জনক।

ছবিতে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১৫

নারায়ণগঞ্জে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

বাগেরহাটে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

গাজীপুরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

জামালপুরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

ঝিনাইদহে আলোচনা সভা

নওগাঁয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

লালমনিরহাটে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

ছবিতে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১৫

ময়মনসিংহের ভালুকায় আলোচনা সভা

পিরোজপুরে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক জনাব এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী

রাঙ্গামাটিতে আলোচনা সভা

নেত্রকোনায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

রংপুরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

রাজবাড়ীতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

বগুড়ার কাহালুতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

ছবিতে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১৫

ময়মনসিংহের ত্রিশালে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

রাজশাহীরে চারঘাটে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

যশোরের শার্শায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

টাঙ্গাইলের মধুপুরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

খাগড়াছড়ির মানিকছড়িতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

শোক সংবাদ

মোঃ আব্দুল হান্নান

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মৌলভীবাজার জেলার উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ আব্দুল হান্নান গত ২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ বুধবার রাত ২টা ৩০ মিনিটে সিলেটের নিজ বাসায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তার বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা উপজেলাস্থ খালোমুখ গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়। তিনি স্ত্রী ও দুই পুত্র সন্তানসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে আমরা মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

আইইএম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬ কাওরান বাজার, ঢাকা থেকে সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বা.প.ক.ম./অক্টোবর ২০১৫/পপঅ/আইইএম প্রেস/নি-১২৭০০, MOHFW/October 2015/DFP/IEM Press/N-12700